সংবাদ

24 MAR 2003

১২ ৭

২১ দফা দাবিনামাসহ

প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের স্মারকলিপি পেশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ দলীয় বিবেচনার ঊর্ধ্বে শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক নির্যাতন বন্ধ ও শিক্ষার সর্বস্তরে দুর্নীতি রোধের আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন রোববার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী বরাবর লিখিত স্মারকলিপি পেশ করতে গেলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের প্রশাসন বিভাগের পরিচালক মো. আবদুল বারী স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও পরিচালনা পরিষদে দলীয়করণ আজ সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়। পাবলিক পরীক্ষায় নকল রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্মারকলিপিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জোর দাবি জানানো হয়।

স্মারকলিপিতে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষক কর্মচারীদের পেশাগত মর্যাদা রক্ষায় ২১ দফা দাবি পেশ করা হয়। এসব দাবির মধ্যে রয়েছে

নতুন জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তন এবং তার পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে

স্মারকলিপি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

স্মারকলিপি ঃ পেশ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীদের ৩০% মহার্ঘ ভাতা বরাদ্দ করা।

শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মেধাবী ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে সর্বস্তরের শিক্ষকদের জন্য পৃথক জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তন এবং সকল প্রভাব ও দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা।

২৪ অক্টোবর ২০০০ সালের ৯ দফার ১০% বর্ধিত বিষয় বহাল রেখে পাস কোর্সে মাস্টার্সের বেলায় প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্তির শর্ত প্রত্যাহারসহ অবশিষ্ট সকল দফা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২৪-১০-৯৫ ইং জারিকৃত কুখ্যাত জনবল কাঠামোর শিক্ষা ও শিক্ষক স্বার্থের পরিপন্থি ধারাগুলো অবিলম্বে বাতিল করে বাংলাদেশের শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করা।

বেতনের সরকারি অংশের ওপর নির্ভরশীল বেসরকারি শিক্ষকদের আয়কর থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং সরকারি শিক্ষকদের মতো 'আয়কর পরিশোধিত' বলে গণ্য করা।

মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পৃথক অধিদপ্তর সৃষ্টি করা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অ্যাকাডেমিক পরিদর্শনের নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ ও কাঠামোগত বিধান নিশ্চিত করা।

কারা শিক্ষকদের প্রকৃত প্রতিনিধি তা যথাযথভাবে নিরূপণের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত প্রতিনিধিত্বশীল শিক্ষকদের নিয়ে জাতীয় শিক্ষক পরিষদ গঠন করা।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকরিবিধি প্রবর্তন করা।

শিক্ষাজীবন সমাপনকারী ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্য বেকার ভাতা প্রবর্তন ইত্যাদি।